



26865 - রমযানরে কাযা রোযা পালনে এত বলিম্ব করা য়ে, পরবর্তী রমযান শুরু হয় য়ে য়য়

---

প্রশ্ন

হয়যেরে কারণে আমরি রমযানরে কয়কেদনি রোযা থাকতে পারনি। এটা কয়কে বছর ঘটছে। এ পর্যন্ত আমসি রোযাগুলো পালন করনি। এখন আমার কী করণীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইমামগণরে সর্বসম্মতক্রমে য়ে ব্যক্তি রমযানরে কিছু রোযা ভঙেগছে পরবর্তী রমযান আসার আগই সয়ে রোযাগুলোর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি।

এ অভিমতরে সপক্ষে তারা দললি দনে আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি তনি বলেন: "আমার উপর রমযানরে য়ে রোযাগুলো কাযা থাকত সগেলো শাবান মাসে ছাড়া কাযা পালন করতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অবস্থানরে কারণে।"

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ):

শাবান মাসে কাযা রোযা শেষে করার তার য়ে আগ্রহ এর থেকে বুঝা যায় য়ে, পরবর্তী রমযান প্রবশে করা পর্যন্ত কাযা রোযা পালনে দরী করা জায়যে নয়।[সমাপ্ত]

যদি পরবর্তী রমযান শুরু হয়ই য়য় তাহলে দুইটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

কোন ওজররে কারণে বলিম্ব করা। য়মেন- যদি অসুস্থ থাকে এবং পরবর্তী রমযান চলে আসা পর্যন্ত অসুস্থতা অব্যাহত থাকে; সক্ষেত্রে বলিম্বরে কারণে তার গুনাহ হবে না। য়হেতু সয়ে ওজরগ্রস্ত। তাকে শুধু কাযা পালন করতে হবে। সয়ে য়ে দনিগুলোর রোযা ভঙেগছে সয়ে দনিগুলোর কাযা পালন করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা:



কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করা। উদাহরণতঃ তার কাযা পালন করার সুযোগ ছিলি; কন্তি সতে পালন করনে। এর মধ্যে পরবর্তী রমযান এসে গেছে। এ ব্যক্তি ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। সকল ইমাম একমত যে, তার উপর কাযা পালন করা ওয়াজবি। কন্তি, কাযা পালনের সাথে প্রতদিনের বদলে একজন করে তাকে মসিকীন খাওয়াতে হবে কনি- এ বিষয়ে তারা মতভেদে করছেন।

ইমাম শাফয়ে, মালকে ও আহমাদরে মতে, তার উপর খাওয়ানো ওয়াজবি। তারা কোন কোন সাহাবী থেকে যে অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে; যমেন আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সটো দয়িে দললি দনে।

আর ইমাম আবু হানফি (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছ- কাযা পালন করার সাথে খাবার খাওয়াতে হবে না।

তনি দললি দনে যে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ভঙ্গ করছে আল্লাহ্ তাকে শুধু কাযা পালন করার নর্দশে দয়িেছেন; খাবার খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

দখুন: আল-মাজমু (৬/৩৬৬), আল-মুগনি (৪/৪০০)

ইমাম বুখারী দ্বিতীয় অভিমতটি পছন্দ করছেন। তনি তাঁর সহহি কতিবে বলনে: ইব্রাহিম নাখায়ি বলছেন: যদি অবহলো করে এবং পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে সে দুই রোযাই রাখবে। তনি খাবার খাওয়ানোকে তার উপর আবশ্যক মনে করতনে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুরসাল সনদে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয় যে, তারা খাওয়ানোর অভিমত পোষণ করতনে। এরপর ইমাম বুখারী বলনে: আল্লাহ্ খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করনে। তনি উল্লেখ করছেন: "অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে"।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'খাওয়ানো ওয়াজবি নয়' এ অভিমতটি সাব্যস্ত করতে গয়িে বলনে: যদি সাহাবীদের মতামত কুরআনের বাহ্যিকি ভাবে বিপরীত হয় তাহলে সটোকে দললি হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে। এ মাসয়ালাতে খাওয়ানোটোকে আবশ্যক করা কুরআনের বাহ্যিকি ভাবে বিপরীত। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র অন্য দিনগুলোতে কাযা পালন করা আবশ্যক করছেন। এর চয়ে বশে কিছু আবশ্যক করনে। অতএব, আমরা আল্লাহ্ বান্দাদের উপর এমন কিছু আবশ্যক করতে পারনা যা আল্লাহ্ তাদের উপর আবশ্যক করনে; এমন কোন দললি ছাড়া যে দললিরে মাধ্যমে ব্যক্তির দায় মুক্ত হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে অভিমত বর্ণিত হয়েছে সটো পালন করাকে মুস্তাহাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যতে পারে; ওয়াজবি হিসেবে নয়।

অতএব, এ মাসয়ালায় সঠিকি অভিমত হচ্ছ-আমরা তাকে রোযা রাখার চয়ে বশে কোন দায়তিব দবি না। তবে, বলিম্ব করার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।[সমাপ্ত]



এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এক্ষেত্রে ওয়াজবি হল: কাযা পালন করা। তবে, সতর্কতামূলক কডে যদি প্রতদিনেরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ায় তাহলে সটো ভাল।

প্রশ্নকারী বনেরে কর্তব্য হল: যদি তিনি কোন ওজর ছাড়া কাযা রোযা পালনে বলিম্ব করে থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণে গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নবিনে।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে পারি তিনি যেনে আমাদেরকে তার প্রিয় ও সন্তুষ্টমূলক আমল করার তাওফকি দেনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।